গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(দুব্যক-১ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০১০.১৫.- ১৪৫

তারিখঃ ০৯ মে, ২০১৬ / ২৬ বৈশাখ, ১৪২৩

বিষয়ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্তমতে আসন্ন দুর্যোগ মৌসুমে দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০১.১৬.৮২ তারিখঃ ০৩/০৫/২০১৬ খ্রিঃ ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নবর্ণিত অনুশাসন দিয়েছেনঃ

'আকস্মিক বন্যা, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ ও জেলা প্রশাসনগণকে বলা যেতে পারে'।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সাধারণত মার্চ-নভেম্বর মাসে দুর্যোগের ঘটনা বেশি ঘটে। এ দুর্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে আকস্মিক বন্যা, বন্যা, শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখী, টর্নেডো, বজ্রপাত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস, ভবনধস, জলাবদ্ধতা, খরা ইত্যাদি। এ দুর্যোগ মৌসুমে স্থানীয় জনসাধারণের জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ

(১) সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানমুলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠাতে হবে।

(২) পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক ট্যাগ অফিসারদেরকে দুর্যোগকালীন করণীয়সমূহ সুনিদিষ্ট করে দিতে হবে। ট্যাগ অফিসারগণ পৌরসভা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

(৩) দুর্গত লোকদের আশ্রয় প্রদানের জন্য এখনই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় লোকজনকে অতি দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা যায়। কিছু লোক আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়াও বাঁধ বা অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে। আশ্রয়কেন্দ্রসহ ঐ সকল জায়গার নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সেবা, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

(৪) স্থানীয় যুবক, স্কাউটস ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গ্রাম/মহল্লা/পাড়া ভিত্তিক দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিওদের সহায়তা নিয়ে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দলকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত দুর্যোগে করণীয় মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে।

(৬) প্রয়োজনে SOD-র নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (DMIC) সার্বক্ষনিক চালু রাখতে হবে।

(মোঃ কামরুল হাসান)
যুগ্মসচিব (দুব্যক-১)
ফোনঃ ৯৫৪০৩৪০
Email: dsdmprog@modmr.gov.bd

বিতরণঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), .....।
২। জেলা প্রশাসক ( সকল).....।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)----------।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, চিঠিটি ওয়েব-সাইটে প্রদান এবং ই-মেইল যোগে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হলো।
৬। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনডিআরসিসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বার্তাটি সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে ফ্যাক্স/ই-মেইল যোগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।